তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ ব্যাপক সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খুলে প্রভোস্টকে তার কক্ষে বসিয়ে আসেন। ছাত্রদলের ছাত্রীরাও এ সময় হলে প্রবেশ করে। সন্ধ্যা ৭টা থেকেই ছাত্রলীগ ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা এবং হলের ছাত্রীরা ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়া ছাত্রীদের হল থেকে বের করে দেয়ার দাবীতে হলের ভেতরে বিক্ষোভ শুরু করে। ছাত্রদলের হল শাখার সাধারণ সম্পাদক শান্তা অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদলের ১৫ জন মেয়েকে হলের ২৩৩ ও ২৩৫ নম্বর রুমে জিম্মি করে রাখে। ছাত্রীরা জানায়, ভিসিকে এসে ছাত্রদলের 'বহিরাগত' মেয়েদের বের করে নিয়ে যেতে হবে। ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রদলের লিলিকে মারধর করেছে বলে শান্তা অভিযোগ করেন। এদিকে রাতে হলে ছাত্রীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে সিনিয়র সহকারী প্রক্টর ফাতেমা বেগম, সহকারী প্রক্টর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, আব্দুস সবুর মোল্লা ও শফিউল্লাহ্ হলে যান। হাউস টিউটরগণ ছাত্রীদেরকে তাদের রুমে যেতে বলেন এবং তারপরই পরিচয়পত্র চেক করে বহিরাগতদের বের করে আনার কথা বলেন। কিন্তু ছাত্রীদের দাবী ছিল তারা সহকারী প্রক্টরদের সাথে যাবে এবং বহিরাগতদের ধরিয়ে দেবে। এ সময় প্রভোস্ট সুলতানা শফি সহাকারী প্রক্টরদের কোন ধরনের সহযোগিতা না করে ছাত্রীদের নানাভাবে প্ররোচিত করেন বলে সহকারী প্রক্টররা অভিযোগ করেন। এক পর্যায়ে রাত ১১টার দিকে সহকারী প্রক্টররা হল থেকে বের হয়ে আসেন। এরপর সেখানে মহিলা পুলিশ আনা হয়। পুলিশের এডিসি (দঃ) ঘটনাস্থলে আসেন। এদিকে ভেতরে ছাত্রদলের ছাত্রীরা আক্রান্ত হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছিল। রাত ১২টার দিকে হলের ভেতর থেকে একজন ছাত্রীর কান্নার চিৎকার ভেসে আসলে পুলিশ ও সহকারী প্রক্টরবৃন্দ হলের গেট ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। হলের ভেতরে জমায়েতকৃত শত শত ছাত্রী এ সময় ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। ছাত্রীরা অভিযোগ করে সেলিনা নামে এক ছাত্রীকে এ সময় মারধর করেছে বহিরাগত মেয়েরা। হলের ভেতরে প্রবেশ করে সহকারী প্রক্টররা মহিলা পুলিশসহ ২৩৫ নম্বর রুমে যান সেখানে বহিরাগতরা ছিল বলে ছাত্রীরা অভিযোগ করে। সহকারী প্রক্টর সবুর মোল্লা ও শফিউল্লাহ অভিযোগ করে সেখানে যাওয়ার পরই তারা ছাত্রীদের দ্বারা জিম্মি হয়ে পড়েছিলেন। তবে ছাত্রীরা অভিযোগ করে, সহকারী প্রক্টররা ২৩৫ নম্বর রুমে গিয়ে বহিরাগতদের দেখেও তাদের ধরার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এ সময় প্রভোস্টকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি হলের ভেতরে বা ২৩৫ নম্বর রুমে না গিয়ে তার কক্ষে বসে থাকেন। সুলতানা শফি উত্তেজিত ছাত্রীদের নিবৃত্ত করারও কোন চেষ্টা করেননি। এভাবে রাত আড়াইটার দিকে ছাত্রীরা অনেকে হলের বাইরে চলে এসে পুলিশকে ভেতরে তল্লাশি করতে বলে। এ সময় প্রভোস্ট ছাত্রীদের যার যার রুমে যেতে বললে ছাত্রীরা তা না শুনলে পুলিশ হামলা শুরু করে। ছাত্রীরা অভিযোগ করে মহিলা পুলিশদের পাশাপাশি পুরুষ পুলিশরা গভীর রাতে মেয়েদের রুমে রুমে গিয়ে তাদের ওপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। পুলিশী হামলার ভয়ে ছাত্রীরা অনেকেই এ সময় কেঁদে ফেলে। চরম আতংক ছাত্রীদেরকে গ্রাস করে। এ সময় পুলিশ ২৭ জন মেয়েকে নির্দয়ভাবে টেনে-হিঁচড়ে আটক করে পুলিশের ভ্যানে তুলে। ছাত্রীরা কেউ কেউ ভয়ে বাথরুমে গিয়ে লুকালে সেখান থেকেও তাদেরকে ধরে আনা হয়। এমনকি কয়েকজন ছাত্রীকে পুলিশ মাটির উপর ফেলে লাথি মারে বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রীরা। ২৭ জনের মধ্যে ১০ জনকে ছেড়ে দিয়ে ১৭ জনকে আটক করে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সকালে আটককৃত ১৭ জনকেই ছেড়ে দেয়া হয়। তবে পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুর রহিম ছাত্রীদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, ছাত্রীরা সহকারী প্রক্টরসহ কয়েকজন

ছাত্রীকে আটকিয়ে রাখায় এবং গালিগালাজ ও রুম ভাঙচুর শুরু করলে পুলিশ এ্যাকশনে যায়। তিনি জানান, শুধুমাত্র মহিলা পুলিশ ও পুলিশের কর্মকর্তারা হলের ভেতরে প্রবেশ করেছে। এছাড়া কোন পুরুষ পুলিশ হলের ভেতরে যায়নি।

এদিকে পুলিশী হামলার পর গতকাল সকালে আতঙ্কে অনেক মেয়েই হল ত্যাগ করে। অনেকে গ্রামের বাড়ীতে চলে যায়। কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজন ও পার্শ্ববর্তী রোকেয়া হলে বান্ধবীদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। হামলার পর থেকেই হলের প্রতিটি ফ্লোরে পুলিশী পাহারা মোতায়েন করা হয়। এ সময় গোটা হলেই পরিস্থিতি ছিল আতঙ্কিত।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাতে শামসুন্নাহার হলের জনৈক ছাত্রী হলে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগে হল প্রভোস্ট ডঃ সুলতানা শফিকে প্রধান আসামী করে মোট ২৮ জন ছাত্রীর বিরুদ্ধে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করে। দায়েরকৃত সেই মামলার ভিত্তিতে পুলিশ গভীর রাতে হামলা চালিয়ে মামলার আসামী ওই ১৪ জন ছাত্রীসহ মোট ১৭ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। গতকাল সকালে ছাত্রীদের অভিভাবকরা মুচলেকা দিয়ে ছাত্রীদের থানা থেকে ছাড়িয়ে নেন। আটককৃত ছাত্রীদের দেখতে তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ভিড় জমায়।

ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র

গতকাল সকাল থেকেই শামসুন্নাহর হলে গভীর রাতে পুলিশী হামলার খবর ছড়িয়ে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে। হলে হলে গিয়ে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা তাদের দুর্ভোগের কাহিনী জানায় বন্ধু-বান্ধবদের। ছাত্রী হলে পুলিশী হামলার ঘটনা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে ছাত্রছাত্রীরা। দলে দলে মিছিল বের করে ক্যাম্পাসে। সর্বপ্রথম কুয়েত মৈত্রী হল থেকে বিশাল একটি মিছিল ক্যাম্পাসে আসে। একে একে ক্লাসরুম থেকে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল বের করতে থাকে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরকে দায়ী করে তাদের পদত্যাগ দাবী করে শ্লোগান দেয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মিছিল থেকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবীও জানানো হয়। কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর বিক্ষোভ মিছিলটি বেলা ১২টার দিকে ভিসির কার্যালয়ের সামনে সমবেত হয়। এ সময় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন বাম ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা ছিল বেশ তৎপর। বিক্ষোভকারীরা এ সময় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে প্রশাসনিক ভবনের জানালা ও একটি গাড়ী (নম্বর-ঢাকা মেট্রো-ক-০৩৬৯৬৬) ভাঙচুর করে। ছাত্রছাত্রীরা এখান থেকে আজ ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়।

এ সময় পুলিশের একটি টিম এসে প্রশাসনিক ভবনের সামনে দাঁড়ালে ছাত্ররা পুলিশকে দেখে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা পুলিশকে চলে যেতে বললে পুলিশ ওই স্থান ত্যাগ করে মল চত্বরের দিকে চলে যায়। এ সময় ছাত্ররা পুলিশের দিকে ঢিল ও লাঠিসোঁটা নিক্ষেপ করে। এর কিছু সময় পর বেলা সোয়া ১২টার দিকে অতিরিক্ত ফোর্স এনে শক্তিবৃদ্ধি করে পুলিশ এ্যাকশনে যায়। বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ এ সময় প্রশাসনিক ভবনের গেট ভেঙ্গে বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রী ও ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা শুরু করে। পুলিশ উপর্যুপরি টিয়ার গ্যাস, কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট এবং বেদম লাঠিচার্জ করলে ছাত্রছাত্রীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেতে ছাত্রছাত্রীকে একটি অংশ প্রশাসনিক ভবনের পেছন দিকে পালিয়ে গেলে পুলিশ সেখানেও তাদের ওপর চড়াও হয়। এ সময় ছাত্রছাত্রীদের ওপর এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রশাসনিক ভবনের এলাকায় এবং মলচত্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে ১৫টি বাস ও কয়েকটি প্রাইভেট কার ভাঙচুর করে। পুলিশের টিয়ার সেলের ঝাঁজে ছাত্রছাত্রীদের চোখ দিয়ে সমানে পানি বের হয়। অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। বন্ধু-বান্ধবরা তাদেরকে ধরাধরি করে রিকশায় তুলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ ছাত্রীদের ভয় দেখিয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে বের করে দেয়।

এদিকে ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনিক ভবনের দিকে পিছু হটে পরে পুনরায় সংগঠিত হয়ে পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং কয়েকজনকে আটক করে। এ সময় গোটা মলচত্বর ও প্রশাসনিক ভবন এলাকা ছাত্রছাত্রী শূন্য হয়ে পড়ে। বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বাস উল্লাসে অগ্নিসংযোগ করে। কতিপয় ছাত্র এ সময় রেজিস্ট্রারের ড্রাইভার রতন ও বাস ড্রাইভার শামীমকে কুপিয়ে আহত করে।

এদিকে গোটা ক্যাম্পাস এলাকায় তখন বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কলাভবন, মধুর ক্যান্টিন, আইবিএ, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষের ঘটনা এ সকল স্থানেও পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। ছাত্রলীগ ছাত্রদের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে মিছিল ও সমাবেশ শেষে মধুর ক্যান্টিনের দিকে এলে সেখানে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশ এ সময় ছাত্রলীগের ওপর হামলা করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছাত্রলীগের এক কর্মীকে ছাত্রদলের কর্মীদের মারধরের ঘটনার ছবি তোলার সময় প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক ফিরোজ চৌধুরীকে ছাত্রদলের এক নেতা ঘুষি মারে। ঐ নেতা অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা মধুর ক্যান্টিনের ভেতরে ভাংচুর করে। এদিকে জাসদ ছাত্রলীগ বেলা সাড়ে ১২টার দিকে মিছিল বের করলে পুলিশ তাদের ওপর হামলা করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে পুলিশী হামলা ও সংঘর্ষে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মী আহত হয়। এদের মধ্যে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি দেলোয়ার হোসেনসহ কমপক্ষে ১০/১২ জন, জাসদ ছাত্রলীগের ৬ জন এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের ১০ জন নেতাকর্মী রয়েছে। পুলিশ ১৭ জনকে বিভিন্ন স্থান থেকে আটক করে। আহতদের মধ্যে ১৩ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে রামদার কোপে আহত রতন ও লাবণী নামে এক ছাত্রী ছাড়া সকলকেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হাসপাতালে ছাত্রছাত্রীদের দেখতে আসা ৬ জন ছাত্রকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। এছাড়া পুলিশের হামলায় আহতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার মমিনুল হক আজাদ ও মাসুম আল জাকী রয়েছে।

আজ ঢাবি পরীক্ষা স্থগিত

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ও কার্জন হল পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ও সনাতন পদ্ধতির সকল পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। স্থগিত পরীক্ষার সময়সূচী যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে। পরীক্ষার সময়সূচীর অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

ক্যাম্পাসে আজ ছাত্র ধর্মঘট

এদিকে শামসুন্নাহার হলে পুলিশী হামলা এবং গতকাল ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আজ ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট আহবান করেছে। ছাত্রলীগ, গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, জাসদ ছাত্রলীগ ছাত্র ধর্মঘটের প্রতি তাদের সমর্থন দিয়েছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি কার্যালয়ে পৃথক পৃথক প্রেস ব্রিফিংয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো এ সমর্থনের কথা জানায়। তারা ঘটনার জন্য ভিসি ও প্রক্টরকে দায়ী করে তাদের পদত্যাগের দাবী করে।

ছাত্রলীগের ২০ নেতাকর্মী গ্রেফতার

ছাত্রলীগ অভিযোগ করেছে, ছাত্রলীগ গতকাল টিএসসিতে সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করে বেরিয়ে আসার পর আণবিক শক্তি কমিশনের সামনে থেকে সাদা পোশাকধারী পুলিশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা তাজিক উদ্দিন তাজ, মীর মোস্তফা আশরাফী জোসেফ, ইস্কান্দার মির্জা শামীম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতা জাকারিয়া কবির, জিসান মাহমুদ, মহানগর নেতা ওহিদুল হাসান খান সজীবসহ ২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

প্রভোস্টকে অব্যাহতি দান

ছাত্রীদের প্ররোচিত করে হলে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি গতকাল সকালে প্রফেসর সুলতানা শফিকে শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব থেকে অব্যাহত দেন। তদস্থলে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর হাবিবা খাতুনকে নতুন প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। গতকাল সকালেই নতুন প্রভোস্ট দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি হাউজ টিউটরদের সাথে মিলে হলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভিসির সাংবাদিক সম্মেলন

ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী গতকাল তার বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, প্রভোস্টের প্রত্যক্ষ উসকানিতে কিছু ছাত্রী প্রভোস্টের অন্যায় ও অনিয়মের প্রতিবাদকারী ছাত্রীদের বহিরাগত হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের হল থেকে বের করে দেয়ার দাবী তোলে। এক পর্যায়ে প্রভোস্টের অনুগত ছাত্রীরা রাত সাড়ে তিনটার দিকে এসব ছাত্রীদের পক্ষে আক্রমণ চালায়। এ পরিস্থিতিতে পুলিশ ছাত্রী সহকারী প্রক্টরদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলে প্রভোস্টের অনুগত ছাত্রীরা মারমুখী হয়ে ওঠে এবং হলে ভাঙচুর শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মহিলা পুলিশ হামলাকারী কয়েকজন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে।

তিনি বলেন, গতকাল সকালে একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে আমার (উপাচার্যের অফিসে) অফিসে একটি মিছিল আসে। তারা এসেই রেজিস্ট্রার ভবনের জানালা ও আশপাশে রাখা পরিবহন পুলের ১৮টি গাড়ীসহ শিক্ষকদের অসংখ্য গাড়ী ভাঙচুর করে ও কয়েকটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভিসি জানান, তিনি ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতি চান, তবে ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস কিছুতেই হতে দেবেন না।

ছাত্রদলের প্রেস ব্রিফিং

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিং-এ অভিযোগ করেন; শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট সুলতানা শফি ছাত্রীদের প্ররোচিত করে হলে ও ক্যাম্পাসে এ নৈরাজ্যকর ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি গতকাল ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করেন। মনির হোসেন বলেন, ছাত্র রাজনীতির ক্রান্তিকালে ক্যাম্পাসে বিচ্ছিন্নভাবে ২/১টি ঘটনা ঘটতে পারে। তবে পারস্পরিক বিভেদ হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে কোন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। তিনি অভিযোগ করেন, ছাত্রদলের মিছিলে ছাত্রলীগের হামলায় তাদের ৪/৫ জন কর্মী আহত হয়েছে। একটি বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী হওয়া সত্ত্বেও শামসুন্নাহার হলে ছাত্রদল নেত্রী লুচি, শান্তা ও মৌ-এর ওপর ছাত্রলীগ শারীরিকভাবে হামলা করে। তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এ সময় ছাত্রদল নেতা সুলতান সালাউদ্দিন টুকু উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রলীগের প্রেস ব্রিফিং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং-এ ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের চক্রান্ত হিসেবে প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে শামসুন্নাহার হল ও ক্যাম্পাসে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়ী করে অবিলম্বে ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবী করেন এবং ডঃ সুলতানা শফিকে তার মেয়াদ অনুসারে দায়িত্বে বহালের দাবী জানান। পপি ছাত্র-ছাত্রীদের সেন্টিমেন্টের সাথে একমত পোষণ করে আজ ক্যাম্পাসে আহূত ছাত্র ধর্মঘটের প্রতি সমর্থনের ঘোষণা দেন। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ পুলিশ এক ছাত্রদলের বিরুদ্ধে তাদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার জন্য দায়ী করেন। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন ছাত্রদল ও পুলিশের যৌথ হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, মুনিরুল হাসান, ওবায়দুর রহমান, বাহার আব্বাস, মিতালী জাহান, লীনা, বীনা, রীভা ও নীপাসহ ১০/১২ জন আহত হয়েছে। প্রেস ব্রিফিংয়ে আগামী শনিবার থেকে ক্যাম্পাসে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট কর্মসূচীর ঘোষণা দিলেও পরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তা প্রত্যাহার করা হয়।

অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের প্রেস ব্রিফিং

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ও জাসদ ছাত্রলীগ পৃথক পৃথক প্রেস ব্রিফিং করে ক্যাম্পাসে সৃষ্ট ঘটনাকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা হিসেবে উল্লেখ করেন। নেতৃবৃন্দ আজ সাধারণ ছাত্রদের আহূত ছাত্র ধর্মঘটের প্রতি সমর্থনের ঘোষণা দেন এবং ক্যাম্পাসের পরিস্থিতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি, পুলিশ প্রত্যাহার ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দাবী করেন। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নূরুল ইসলাম ও শরীফুজ্জামান শরীফ তাদের ১৫ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছে বলে জানান। জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি করিম সিকদার ছাত্রদল ও পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের মিছিলে হামলা, ৬ নেতা-কর্মীকে আহত এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের কুশপুত্তলিকা [illegible] নেয়ার অভিযোগ করেন।